সুখরূপই, "পরময়া মুদা" এই পদটী উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইলেন। অতএব সাধনকালেও আনন্দরূপ, সাধ্যকালও আনন্দরূপ; এইজন্য "নিত্যং" সাধক-দশায় এবং সিদ্ধদশায়ও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই "নিত্য" পদটী উল্লেখ করা হইয়াছে। ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ শ্লোক হইতে ১৭ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীসূত গোস্বামী এইরূপই বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই প্রকারে কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতির প্রতি যত্ন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে ভক্তির অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য—ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য। কর্ম্মের একটী অবস্থাবিশেষরূপ দেবতান্তর ভজনও কর্ত্তব্য নহে—ইহাই সাতটী শ্লোকের দ্বারা শ্রীসূত গোস্বামী বলিতেছেন। সেই দেবতান্তর উপাসনার মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উপাসনার কথা দূরে থাকুক, শ্রীভগবানেরই গুণাবতার হইলেও শ্রীবিষ্ণুর মত সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব অভাব জন্য এবং সান্নিধ্যমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারত্ব না থাকায়, প্রত্যুত রজস্তমো গুণের দ্বারা আবৃত হওয়ায় শ্রেয়ঃ অর্থিগণের ব্রহ্মা, শিবও উপাস্য নহেন—এই বিষয়ে পরমাত্মসন্দর্ভেই দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। একই পরমপুরুষ সেই তিনটী গুণযুক্ত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য সত্ত্বগুণে হরি, রজোগুণে ব্রহ্মা ও তমোগুণে হর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু হইতেই মানবসকলের পরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী-বিকার কাষ্ঠ হইতে ধূম, তাহা হইতে উত্থিত অগ্নি, সেই অগ্নিতেই যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তেমনই কাষ্ঠস্থানীয় রজোগুণ, অগ্নিস্থানীয় সত্ত্বগণ, বেদোক্ত কর্ম্মস্থানীয় ব্রহ্মা। কাষ্ঠ অবস্থায় এবং ধূম অবস্থায় যেমন যজ্ঞকার্য্য হইতে পারে না কিন্তু প্রকাশবহুল অগ্নিতেই সাক্ষাৎ যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয়, তেমনই কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণে আবৃত শিব হইতে ও ধূমস্থানীয় রজোগুণে আবৃত ব্রহ্মা হইতে মানবের পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রকাশবহুল সান্নিধ্যমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক শ্রীবিষ্ণু হইতেই ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কাররূপ পরমকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। দেবতান্তর পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করা কর্ত্তব্য—এ বিষয়ে সদাচার দেখাইতেছেন। অতএব পূর্ব্বমুনিগণ বিশুদ্ধমূর্ত্তি অধোক্ষজ শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সেই সকল মুনিগণের অনুগত হইয়া দেবতান্তরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করেন, তাঁহারাই পরম কল্যাণ অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ মঙ্গললাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১৮ ॥

অথ অতো হেতোঃ। অগ্রে পুরা। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমূর্ত্তিং ভগবন্তং।